স্বাধীনতা, কার স্বাধীনতা?
আলম খোরশেদ

বছর ঘুরে আবার এসেছে সাধের স্বাধীনতা দিবস আমাদের। সেই সঙ্গে পুরনো প্রশ্নখানিও ফিরে এসেছে মনে। স্বাধীনতা, কোন স্বাধীনতা, কার স্বাধীনতা, কীসের স্বাধীনতা? স্বাধীনতার সাধারণ সংজ্ঞা যদি হয়ে থাকে নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ, বুদ্ধি, বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের অধীনে স্বীয় জীবনকে পরিচালনা করা, তাহলে বলতেই হয় যে বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষই আজ স্বাধীন নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে আমাদের শাসনকর্তা আজ আর কোন বহিরাগত শক্তি নয় কিংবা নয় জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া কোন স্বদেশী বৈরী গোষ্ঠী। নিজেদের ভোটে নির্বাচিত একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতেই আমাদের এই সার্বভৌম (?) রাষ্ট্র পরিচালনার ভার। কিন্তু এই সরকার কি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা-কে সত্যিই ধারণ করে কিংবা প্রতিনিধিত্ব করে তার মতামত, অনুভূতি ও অনুমোদনের? নিঃসন্দেহে নয়। তাহলে কোন্ অর্থে সে স্বাধীন! রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে দূরে থাক খোদ নিজের জীবন যাপনের ক্ষেত্রেই যে নাগরিকের কোন স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং তাকে বাস্তবায়নের অধিকার ও সুযোগ নেই সে কার্যত পরাধীন তথা নিজ দেশে পরবাসী ছাড়া আর কী? তার এই পরাধীনতার কত বহুমুখী ও সর্ববিস্তারী রূপই না আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের বাংলাদেশের সমাজ জীবনে। আপাতত কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তই দেয়া যাক।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা - এইতো ক'দিন আগে, বাংলাদেশের একজন অগ্রণী লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক তাঁর সদ্যপ্রকাশিত একটি গ্রন্থে দেশের ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী শক্তিটির উত্থানের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ তিনি আজ সেই শক্তিটির ভাড়াটে সন্ত্রাসীর নির্মম আক্রমণের শিকার হয়ে প্রায় মরণাপন্ন। অর্থাৎ, সাধারণ নাগরিকের কথা বাদ থাক, দেশের একজন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ-এরই মত প্রকাশের ন্যূনতম স্বাধীনতা নেই আজ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে।

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা - গত সংসদীয় নির্বাচনের পরপরই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং সেই সময়ে ক্ষমতাসীন ও বর্তমান বিরোধী দলের সমর্থকদের ওপর তাদের পছন্দের দলের পক্ষে ভোটদানের অপরাধে যে অবর্ণনীয়, পাশবিক অত্যাচারের খড়্গ নেমে এসেছিল তা কোন ন্যূনতম সভ্য দেশেও এক কথায় কল্পনাতীত অথচ বাংলাদেশের মতো একটি আপাত স্বাধীন দেশে তা প্রায় বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিকারে এবং বিনা বিচারে সংঘটিত হয়ে যেতে পারলো। 'এ কেমন স্বাধীনতা আমাদের -' বলে যদি আজ আমাদের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় বাংলাদেশের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আমরা তবে তার কী জবাব দেব?

ধর্মপালনের স্বাধীনতা - বাংলাদেশের অতি ক্ষুদ্র একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় কাদিয়ানী, যাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মূলধারার ইসলামের কিছু প্রভেদ রয়েছে। শুধুমাত্র সেই অপরাধে তাদের ওপর দীর্ঘকাল ধরে দমন, নিপীড়ণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার অভিশাপ জারি রেখেছে মৌলবাদী ও জঙ্গী ইসলামী দলসমূহ, যাদের মদদ দিচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র। সম্প্রতি তাদের বই-পুস্তক নিষিদ্ধিকরণ - এই রাষ্ট্রীয় পীড়নেরই সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ। স্বাধীন দেশের শান্তিপ্রিয়, আইনমান্যকারী নাগরিকদের ওপর এই অত্যাচার ও অবিচারের অপর নামই পরাধীনতা।

রাজনীতির স্বাধীনতা - একটি স্বাধীন দেশে, স্বাধীনভাবে কোন রাজনৈতিক দল গঠন ও তার কর্মসূচী পালন যে কোন নাগরিক-এর গণতান্ত্রিক অধিকার। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশের নবগঠিত বিকল্প ধারার রাজনৈতিক দলটির কর্মসূচী পালনে যে রকম ফ্যাসীবাদী কায়দায় বাধা দেয়া হলো এবং তার অনুসারীদেরকে যে রকমভাবে নির্যাতন ও হেনস্থা করা হলো তা সকল রকম নৈতিকতা ও নীতিমালার পরিপন্থী এবং তাদের মৌলিক স্বাধীনতার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ।

ন্যায়-বিচারের স্বাধীনতা - বাংলাদেশে আরো যে একটি মৌলিক স্বাধীনতার প্রকট অভাব তা হচ্ছে ন্যায়বিচারের সুযোগ, স্বাধীনতা। সব সমাজে সন্ত্রাস, অপরাধ, অবিচার ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকে কমবেশি, কিন্তু সেই সঙ্গে থাকে তার প্রতিকার ও সুবিচারের ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের মৌলিক অধিকারের এমন অভাব যে সেখানে ন্যায়-বিচার পাওয়া দুরস্ত, বরং বিনা বিচারে, ভুল বিচারে, এমনকি প্রতিহিংসামূলক বিচারের শিকার হয়ে বহু নির্দোষ, নিরপরাধ মানুষের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি। অবস্থা এখন এমন যে কোন অপরাধ-এর বিচার চাইতে যাওয়াটাই যেন বড় অপরাধ। যে দেশের স্থপতির সপরিবার হত্যা এবং জেলের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে নিহত হওয়া রাষ্ট্রীয় নেতাদের হত্যাকান্ডের বিচার হয় না, এমনকি তার বিচার করতে বিচারকরা পর্যন্ত বিব্রত বোধ করেন, সে দেশের সাধারণ নাগরিকরা আর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কতটা সুবিচার পাবেন, সেটা বলাই বাহুল্য।

আর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর মতো স্বচ্ছলতা, স্বাধীনতা তো স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও দেশের সিংহভাগ মানুষের নাগালের বাইরে। তাহলে এই যে বিপুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা তা কি আসলেই কোনো অর্থ বহন করে এইসব অগণিত বঞ্চিত, শোষিত, জীবন-মৃত্যুর কিনারে দাঁড়ানো প্রায় মানবেতর জীবন যাপন করা মানুষগুলোর কাছে? এর উত্তর একটিই - 'না'। এই স্বাধীনতা তাদের কাছে স্রেফ একটি ফাঁপা শব্দ ছাড়া কিছুই নয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে 'স্বাধীনতা' কারো জন্যই কোনো সুফল বয়ে আনেনি। আমাদের একটি বিশেষ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে এই স্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছ দূর্নীতি, যাবতীয় নৈতিকতার বিসর্জন, সীমাহীন সন্ত্রাস, অমানবিক শোষণ, আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, নির্লজ্জ স্বজনপ্রীতি, ভাঙ্গা স্যুটকেস থেকে রাতারাতি টাকার জাহাজের আত্মপ্রকাশ এবং ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও দেশের সর্বেসর্বা বনে যাওয়া। আর যে গণযুদ্ধের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা অর্জন, তার সমূহ চেতনা অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার কবর রচনা করে পুঁজিতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা। এই দেশে তারাই আজ সত্যিকার স্বাধীন যাদের এদেশের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি নেই ন্যূনতম আনুগত্য। আর যে আপামর জনতা প্রাণপণ যুদ্ধ করে, বিপুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল মহান স্বাধীনতা, তারাই আজ সবচেয়ে বেশী পরাজিত, পদানত আর পরাধীন। সত্যিই সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ আমাদের !

(মন্ট্রিয়ল, কানাডা।)